ইচ্ছে ডানা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভূত দেখা

‘১৯২৭ সাল। ২৪ অগাস্ট। কলকাতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি গার্স্টিন প্লেসের একটি বাড়িতে প্রথম বেতার স্টেশন গড়ে তোলেন। বাড়িটি ছিল খুব নির্জন। সাহেবি কায়দার বাড়ি। পিছনের দিকে সেন্ট জর্জ গির্জার বিরাট উদ্যান। তার মধ্যে একটি স্থান, সমাধি স্থল।

বেতারের ষ্টুডিওতে গান, বাজনা, বক্তৃতা চলত প্রতিদিন। রাত দশটার পর সব ছুটি।

তখনকার দিনের বেতারে ইউরোপীয় সাহেব ছিলেন সংখ্যায় বেশি। বাঙালিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় আমরা কয়েকজন। ভারতীয় অনুষ্ঠানের মূল কর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। বেতার জনপ্রিয় করার জন্য তিনি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতেন, তার মধ্যে আমিও তাঁর সহকারিত্ব করতাম। রাইচাঁদ বড়াল, রাজেন্দ্রনাথ সেন এরাও বিভাগীয় কর্তা ছিলেন। একদিন আমি, নৃপেনদা, রাজেনদা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করছি! এমন সময় আমাদের এক ঝাড়ুদার এসে বললে, ‘হুজুর, কাল রাত দো বাজে বড়া সাব আয়া থা। ম্যায় তো খাটিয়া লেকে দুতল্লা সিঁড়ি কা পাশ ঘুমাতা থা। সাব খাটিয়া টানকে ঘরমে হটা দিয়া। হমারা নিদ টুট গিয়া থা। সাহাব কুছ বোলা নাহি। গটগট করকে তিনতলা মে উঠ গিয়া।

এক ঘণ্টা, দো ঘণ্টা খাড়া হোকর উপরমে উনকা পাতা মিলনা ওয়াস্তে ম্যায় উঠা থা। উহা পর গিয়া দেখা, চাবি বনধ হ্যায়। সাব কাঁহাসে চলা গিয়া হুজুর মালুম হুয়া নহি।’

কথা শুনে আমরা বিস্মিত। ভাবলাম গাঁজা খেয়ে ব্যাটা স্বপ্ন দেখেছে বোধহয়। নৃপেনদা বললেন, ‘আচ্ছা যাও, সাবকো ম্যায় পুছেগা।’

সে চলে গেল। আমরা খুব হাসলাম। বড়ো সাহেবকে নৃপেনদা জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাত দুটোর সময় স্টেশনে আপনি এসেছিলেন নাকি? স্টেপলটন সাহেব ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, কে বললে?

নৃপেনদা জমাদারের উক্তিটি বলতে সাহেব হেসে বললেন, ও বেটা! নিশ্চয় নেশা করেছিল তাই কিছু দেখেছে নেশার ঘোরে।

নৃপেনদা মৃদু হেসে বললেন, ভুতটুতও তো হতে পারে। জায়গাটা যা নিঝঝুম।

সাহেব হেসে বলে উঠলেন, অল রাবিশ।

এই নিয়ে আমাদের মধ্যেও খুব কৌতুক বোধ জেগে উঠল। ভাবলাম, এই খবরটা সবাইকে দিই। কিন্তু নৃপেনদা বারণ করলেন। বললেন, দেখো, লোকে ভয় পেয়ে যেতে পারে। চুপচাপ থেকো।

চুপচাপই ছিলাম। হঠাৎ একদিন আমি তিনতলায় নিজের ঘরে বসে ফাইল দেখছিলাম। রাত তখন ৮টা। সারাদিন খাটুনির পর আলো নিভিয়ে উপর থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে মনে হল, ফাইলটা নিয়েই যাই। বাড়িতে দেখব।

এমন সময় স্টুডিও বেয়ারা মেহেরবানকে দেখে ডেকে বললাম, মেহেরবান একটা কাজ করবে বাবা?

হাঁ হুজুর।

বললাম, তিনতলায় আমার ঘরে টেবিলের উপর একটা ফাইল রেখে এসেছি, আবার তিনতলায় উঠতে পারছি না। একটু কষ্ট করে নিয়ে এসো না বাবা!

তার যাবার ঠিক তিন মিনিট পরেই দুম–দুম করে সিঁড়ি দিয়ে কারো লাফাতে লাফাতে নামার আওয়াজ। একটু পরেই সিঁড়ি কাঁপিয়ে মেহেরবান নেমে এল নীচে। ভয়ে থর–থর করে কাঁপছে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী হয়েছে, এত কাঁপছ কেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে মেহেরবান বলল আরে বাপরে! আপনার ঘরে আলো নেভানো ছিল। অন্ধকারে সুইচ টিপতেই দেখি, একজন লম্বা সাহেব একটা লম্বা হ্যাট পরে আপনার ফাইলটা টেবিলের উপর রেখে মাথা নিচু করে পড়ছে। দেখেই আমার মনে হল সাহেবটা বোধহয় আমার ঘাড়ে এবার লাফিয়ে পড়বে। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতুম। আল্লাহ আমাকে বাঁচাবার জন্যে বোধহয় শক্তি দিলেন। তাই এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে লাফিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি। বাপ রে বাপ! এ বেটা জীন ভূত। রাত্তিরে মরে গেলেও আর তিনতলায় উঠব না।

আমি ওর ভয় দূর করার জন্যে মৃদু হেসে বলে উঠলুম, আরে দূর, ও ভূতটুত কিছু নয়।

এ কথা শুনে মেহেরবান আমায় চ্যালেঞ্জ করে বলে উঠল, চলুন উপরে, দেখুন সেই ঘরটায় এখনও আলো জ্বলছে। আমি একটু দূরে সিঁড়িতে দাড়িয়ে থাকব। আপনি আপনার ঘরে গিয়ে দেখে আসুন। ঘরটায় নিশ্চয় এখনও আলো জ্বলছে, আসুন।

আমি তখন নিজেই ঘোল খেয়ে গেছি। মেহেরবানের সঙ্গে উপরে ওঠবার সাহস পেলাম না। ‘মুখে মারিতং জগৎ’ করে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লুম। কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না যে ভূত আছে। একবার সাহস দেখাচ্ছি আবার বুকটাও দুরুদুরু করছে। তবে ভূতের প্রচারটা চাপা গেল না।’

আর একটি ঘটনা সম্পর্কে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলছেন, ‘আমাদের কলকাতা স্টেশনে প্রভাত মুখোপাধ্যায় কাজ করতেন। একদিন বর্ষার সময় একতলার পিছনের দিকে রিহার্সেল রুমে বসে বই পড়ছেন। বেলা শেষ হয়ে গেছে। সন্ধে ছটা। আলো জ্বেলে পড়ছেন। আমাদের গার্স্টিন প্লেসের পিছন দিকে সেই গির্জা আর আমাদের ঘরের পিছনটায় রেলিং দেওয়া তারের জাল বসানো জানলা। বাইরে বাগান দিয়ে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা আছে।

প্রভাতকুমার বই পড়তে পড়তে বাগানের দিকে মুখ তুলে একবার চেয়েছেন, সেই সময় দেখতে পেলেন, এক দীর্ঘদেহী সাহেব মাথায় টপ হ্যাট, আগেকার দিনে বড়ো বড়ো সাহেব ওই কালো লম্বা হ্যাট মাথায় পরে যেতেন, সেটা পরে ঘরের দিকে বর্ষার জল মাথায় নিয়ে জানালার কাছে আসছেন।

প্রভাত তাঁর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। সাহেবকে দেখেই তিনি দরজার দিকে এগোবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ সাহেব যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে জালঘেরা রেলিং দেওয়া জানলার তারে দুই হাত চেপে দাঁড়িয়ে গেলেন।

প্রভাত কোনোরকমে ধীরে ধীরে পিছিয়ে দরজাটা খুলতেই সাহেব ভূত ঘরের মধ্যে ঢুকে হাতছানি দিয়ে কি যেন বলতে এলেন! প্রভাত অবশ্য তাঁর বলার অপেক্ষা না করে প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে দরজাটা খুলেই দ্রুত করিডর পেরিয়ে একেবারে একতলার স্টুডিওর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি আর একতলার ঘরে কখনও একা যেতেন না।’

মহালয়া–পাঠক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আকাশবাণীতে আরও দুটি ভূত দেখার ঘটনার কথা বলেছেন। পরে অন্য কোনো একদিন। সে যাই হোক, রাত ফুরোলেই যাঁর কণ্ঠস্বর তোমার কানে আসবেই আসবে, সেই তিনি শেষমেশ ভূতে বিশ্বাস করেছিলেন।

রাত ফুরোলেই মহালয়া। মহালয়া মানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্রপাঠ। সেই তিনি যখন রেডিয়োতে কাজ করতেন, তখন নানান ভূতুড়ে কাণ্ডের সাক্ষী ছিলেন। কেমন সেই অভিজ্ঞতা!

আঁকিবুকি

১. তিয়াশা সরকার, নবম শ্রেণি, সুনীতিবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

২. কাঞ্চনাভ মৈত্র, দ্বিতীয় শ্রেণি, ডন বস্কো

৩. বিবেক রায়, তৃতীয় শ্রেণি, নেতাজি সেন্টেনারি স্কুল

৪. শুভা চক্রবর্তী, তৃতীয় শ্রেণি, ভোর অ্যাকাডেমি